

আমি ও আমার ক্যারিয়ার



মানুষের জীবন ও কর্মের সাথে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত একটি বিষয় হলো ক্যারিয়ার শিবা। মানুষের পথ অনুসন্ধানের কৌশল ও ক্যারিয়ার গঠনের কিছু বাস্তবধর্মী ও সক্রিয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ক্যারিয়ার শিবা ধারণা দেয়। ক্যারিয়ার জীবনব্যাপী বিকাশমান একটি ধারণা। এর সাথে জড়িয়ে আছে মানুষের দৈনন্দিন কার্যাবলি, চাকরি, অভিজ্ঞতা, পেশা সবকিছু। অর্থাৎ ক্যারিয়ার হলো সব ধরনের কাজ, পেশা, চাকরি বা জীবন অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপ, যা একজন মানুষ তার সারাজীবনে অর্জন করে সঠিক ক্যারিয়ার গঠনে প্রথমেই একজন মানুষকে নিজের আগ্রহ বা চাহিদার বিষয়টি নির্ধারণ করতে হয়। এরপর দবতা যাচাই ও কাজের পরিধি, দায়িত্ব বিবেচনা সাপেবে সুনির্দিষ্ট লব্যা নির্ধারণ করতে হয়। তবে লব্যা নির্ধারণ বা ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় সবসময়ই নমনীয়তার পরিচয় দিতে হয়। কারণ, সমাজ ও পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের আগ্রহেরও পরিবর্তন হতে পারে। তাই নমনীয় পরিকল্পনা থাকলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা সহজ হয়। ক্যারিয়ারের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় একজন মানুষকে অনেক শ্রম, কষ্ট আর অধ্যবসায়ের কঠিন মশ্বে দীবিত হতে হয়। ক্যারিয়ার যাই হোক না কেন কাজ অনুযায়ী যথেষ্ট দবতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে না পারলে ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বীণই থেকে যায়। আর এ পুরো বিষয়টি সম্পর্কে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করে ক্যারিয়ার শিবা। ক্যারিয়ারের মতো জীবনঘনিষ্ঠ একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, শেখার অনুপ্রেরণা লাভ, সফল হওয়ার উপায় সবকিছু সম্পর্কে ক্যারিয়ার শিবা আমাদের জ্ঞানদান করে। তাই প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর এ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।



১. সাধারণভাবে যেকোনো কিছু করাকে কী বলে?
 ক) বৃত্তি খ) পেশা
 ● কাজ ঘ) ক্যারিয়ার

২. সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাগান পরিচর্যাকারীর পদটি কোন ধরনের?
 ক) ক্যারিয়ার খ) বৃত্তি
 গ) পেশা ● চাকরি

৩. ক্যারিয়ার বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো, এটি—
 i. একটি সরলরৈখিক পরিবর্তন
 ii. মূলত চাকরির পরিবর্তন
 iii. জীবনের নির্দিষ্ট একটি বয়সে ঘটে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক) i খ) ii ও iii গ) ii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

লাবনীর জন্ম ফরিদপুরের একটি পলিরতে। গ্রামে থাকাকালে সে নানা ধরনের দুর্ভিক্ষে মতে থাকত। মা-বাবা বা গ্রন্থজনের কেউ তাকে

☐ ক i ☐ খ ii
☐ গ iii ☒ i ও ii



ক্যারিয়ারের ধারণা

৬. নিরবপমা কোন জেলায় কর্মরত? (স্তম্ভন)

ক) বরিশাল	খ) ফরিদপুর
গ) ঢাকা	● নাটোর

৭. নিবুপমা বেসরকারি সংস্থার কোন পদে কর্মরত? (স্তম্ভন)

● নির্বাহী পরিচালক	খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক
গ) মাঠ কর্মকর্তা	ঘ) প্রোগ্রাম অফিসার

১০. নিম্নপূর্ণ প্রথমে ছোট একটি এনজিওতে প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে কত বছর কাজ করেন? (জ্ঞান)

- ক দুই ● তিন
গ চার ঘ পাঁচ
১১. নিরুপমার কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি স্বনামধন্য হওয়ার কারণ কী? (অনুধাবন)
ক শিশু শিবা সম্প্রসারণ
গ নারী শিবার সুযোগ সৃষ্টি
● মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
ঘ গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন
১২. কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেকোনো শারীরিক বা মানসিক কর্মকাণ্ডকে কী বলে? (জ্ঞান)
● কাজ গ বৃত্তি
গ ক্যারিয়ার ঘ চাকরি
১৩. জয়ন্ত বিশেষ কোনো শিবা বা দীর্ঘমেয়াদি প্রশিষণ ছাড়াই জননী পাবলিকেশন্সে কাজ করে অর্থ উপার্জন করছে। তার এ কাজকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)
ক ক্যারিয়ার গ চাকরি
● বৃত্তি ঘ কাজ
১৪. সোয়েব মাহমুদ ইনটেরিয়র ডিজাইনার হিসেবে দীর্ঘদিন যাবৎ বাড়ির নকশা প্রণয়ন করছেন, তাকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)
ক বৃত্তিধারী ● পেশাজীবী
গ মিস্ত্রি ঘ কর্মজীবী
১৫. যিনি বাড়ি তৈরি করেন তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক পেশাজীবী ● বৃত্তিধারী
গ কর্মজীবী ঘ চাকরিজীবী
১৬. যেকোনো কিছু করাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● কাজ গ পেশা
গ বৃত্তি ঘ চাকরি
১৭. রেহানা সুলতানা ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের পরীবা সহকারী হিসেবে কর্মরত। তার কাজটি নিচের কোনটির আওতাভুক্ত? (প্রয়োগ)
ক কাজ গ বৃত্তি
গ পেশা ● চাকরি
১৮. ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট পদে অবস্থান করে সেটিকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক কাজ ● চাকরি
গ ক্যারিয়ার ঘ পেশা
১৯. জুবায়ের বরগুনা জেলা প্রশাসন অফিসের বাগান পরিচর্যাকারী। তাকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)
● চাকরিজীবী গ পেশাজীবী
গ কর্মজীবী ঘ বৃত্তিতোগী
২০. নিচের কোনটিকে ক্যারিয়ার বলা যায়? (অনুধাবন)
ক ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপ
গ চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপ
গ প্রশিষণ অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপ
● জীবন অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপ
২১. ক্যারিয়ার মূলত কোনটির সাথে সংশ্লিষ্ট? (জ্ঞান)
● ব্যক্তিজীবন গ ছাত্রজীবন
গ সমাজ জীবন ঘ কর্মজীবন
২২. নির্দিষ্ট একটি পেশার অন্তর্গত বিশেষ একটি পদ বা অবস্থাকে কী বলে? (জ্ঞান)
- ক কাজ ● চাকরি
গ পেশা ঘ ক্যারিয়ার
২৩. আহসান সাহেব প্রতিদিন সকালে রমনা পার্কে ব্যায়াম করেন। এটি কিসের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
● কাজ গ পেশা
গ ক্যারিয়ার ঘ চাকরি
- বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----- //
২৪. এনজিওতে যোগ দেয়ার যোগ্যতা পূরণের জন্যে নিরুপমা- (অনুধাবন)
i. বিভিন্ন ছোট কোর্স করেছেন
ii. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিয়েছেন
iii. প্রশিষণ নিয়েছেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
২৫. নিরুপমা কর্মস্থলে যেভাবে দ্রুত পদোন্নতি লাভ করেন — (অনুধাবন)
i. উচ্চ শিবার মাধ্যমে
ii. অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে
iii. দবতা অর্জনের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii গ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii
২৬. নিরুপমার স্বপ্ন পূরণের পথটি যেভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়- (অনুধাবন)
i. পরিশ্রমের মাধ্যমে
ii. সাধনার মাধ্যমে
iii. যথার্থ অর্থ পরিকল্পনার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii গ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
২৭. কোনো কাজ পেশা হওয়ার জন্য যেটি প্রয়োজন- (অনুধাবন)
i. বিশেষ ধরনের শিবা
ii. বিশেষ ধরনের প্রশিষণ
iii. বিশেষ দবতাসম্পন্ন মেধাশ্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii গ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
২৮. রায়না চৌধুরী নিজের ক্যারিয়ার তৈরিতে বন্ধপরিকর। যে বিষয়ের সমন্বয়ে তার ক্যারিয়ার তৈরি হবে তা হলো- (অনুধাবন)
i. চাকরি
ii. কাজ
iii. পেশা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii গ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii
২৯. ক্যারিয়ার হলো জীবনব্যাপী- (অনুধাবন)
i. কর্মসংস্থানের রূপ রেখা
ii. অভিজ্ঞতার রূপ রেখা
iii. শিবার রূপ রেখা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii গ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

1. সুন্দর জীবন

১১৩. কোন বিষয়ের জ্ঞান রক্ষিক সাহেবের আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাব ফেলেছে? (প্রয়োগ)

- ক) কম্পিউটার শিবা খ) শারীরিক শিবা
● ক্যারিয়ার শিবা গ) কৃষি শিবা

১১৪. রক্ষিক সাহেবের বেত্রে এ বিষয়টির প্রভাব হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. সত্বেদনশীলতা তৈরি
ii. দবতার বিকাশ
iii. পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

আমি, আমার শিক্ষা ও ক্যারিয়ার এবং কর্মজগৎ ও আমি, আমার পছন্দের পরিবর্তন

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----- //

১১৫. একটি সুন্দর ও সফল ক্যারিয়ার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো কর্মজগতে সাফল্যের সাথে বিচরণ করতে প্রয়োজন হয়— (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক) উচ্চতর শিবার ● দবতা ও যোগ্যতার
গ) পারিবারিক ঐতিহ্যের ঘ) রাজনৈতিক প্রতিপত্তির

১১৬. মানুষের ইচ্ছা, আগ্রহের পরিবর্তন একটি— (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক) স্বাভাবিক ব্যাপার খ) অস্বাভাবিক ব্যাপার
গ) অর্থনৈতিক ব্যাপার ঘ) দুরভিসন্ধিমূলক ব্যাপার

১১৭. নির্দিষ্ট ক্যারিয়ারের জন্য প্রয়োজন— (উচ্চতর দক্ষতা)

- নির্দিষ্ট ধরনের শিবার গ) সামাজিক জ্ঞানের
গ) পারিবারিক ঐতিহ্যের ঘ) সামাজিক প্রতিপত্তির

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----- //

১১৮. ক্যারিয়ার নির্ধারণ হয়— (অনুধাবন)

- i. পারদর্শী বিষয়ের ভিত্তিতে
ii. ভালোলাগার বিষয়ের ভিত্তিতে
iii. সামাজিক চাহিদার ভিত্তিতে
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৯. আমার তুলনামূলকভাবে একটি ভালো কর্মক্ষেত্রে খুঁজে পেতে পারি— (অনুধাবন)

- i. নিজের পছন্দ ও আগ্রহ জেনে
ii. বমতা ও সীমাবদ্ধতা যাচাই করে
iii. মূল্যবোধ বিবেচনা করে
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১২০. উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে পেতে প্রয়োজন— (অনুধাবন)

- i. শিবার
ii. প্রশিক্ষণের
iii. নীতি জ্ঞানের
নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২১. পছন্দের কর্মক্ষেত্রে খুঁজে পেতে আমাদের প্রত্যেকের উচিত—

- i. নিজেকে জানা
ii. কর্ম, পেশা, চাকরি সম্পর্কে জানা
iii. লব্যা নির্ধারণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

■ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২২ ও ১২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিথিলা ফারজানা ছোটবেলায় ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে পড়াশোনা শুরব করে। ধীরে ধীরে তার ইচ্ছার পরিবর্তন হতে শুরব করে। পরিবর্তনের প্রেরিতে সে সাংবাদিকতায় অনার্স-মাস্টার্স করে বর্তমানে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছেন।

১২২. মিথিলা তার ইচ্ছার সাথে সাথে লব্যা পরিবর্তন করতে পেরেছেন, কারণ তার লব্যা ছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)

- নমনীয় খ) অস্বাভাবিক
গ) সামাজিক প্রেরাপট থেকে ভিন্ন ঘ) নৈতিকতা বিরোধী

১২৩. মিথিলার লব্যা পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. সামাজিক চাহিদা
ii. বিশ্ব পরিস্থিতি
iii. নিজস্ব মূল্যবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

আমার আগ্রহ, যোগ্যতা, মূল্যবোধ এবং আমার স্বপ্নের ক্যারিয়ার

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----- //

১২৪. যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় মানুষ কর্মক্ষেত্রে সফল নাও হতে পারে, এর কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক) কর্মে আগ্রহ না থাকা খ) কর্ম পরিবেশ ভালো না হওয়া
গ) প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা থাকা ● মূল্যবোধ না থাকা

১২৫. কার্যকর যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)

- ক) অন্যকে প্রভাবিত করা
খ) লেখার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা
● স্পষ্টভাবে শোনা, লেখা এবং বোঝা
গ) মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা

১২৬. যতীন চন্দ্র সঠিকভাবে একটি সভায় সভাপতিত্ব করতে পেরেছেন। তার কোন ধরনের যোগ্যতা রয়েছে বলে মনে করা যায়? (প্রয়োগ)

- যোগাযোগ খ) মূল্যবোধ
গ) নেতৃত্ব ঘ) পেশাদারি মনোভাব

১২৭. সাবিসহার কর্মক্ষেত্রে তাকে কোম্পানির পণ্যের দুর্বলতা গোপন রাখতে বলা হলে সে চাকরি ছেড়ে চলে আসে। সাবিসহার মধ্যে লব্যা করা যায়— (প্রয়োগ)

- মূল্যবোধের চর্চা খ) যোগাযোগের সৃষ্টি
গ) দলে কাজ করার বমতা ঘ) সমস্যা সমাধানে উৎকর্ষা

১২৮. সমাজকর্মী মিজান সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা চিহ্নিত করে তথ্য-
উপাত্ত বিশ্লেষণ সাপেক্ষে সমাধান কৌশল নির্ধারণ করে। তাকে
বলা যায়— (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক) মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ ● কার্যকর সমস্যা সমাধানকারী
গ) সামাজিক মানুষ ঘ) নেতৃত্বদানকারী

১২৯. ক্যারিয়ার নির্ধারণে কোনটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? (অনুধাবন)

- ক) শিবা ঘ) প্রশিৰণ
গ) যোগ্যতা ● আগ্রহ

১৩০. আমার যা ভালো লাগে তা করা উচিত কিনা এটি চিন্তা করাকে
বলা হয়— (জ্ঞান)

- মূল্যবোধ ঘ) সামাজিকতা
গ) আগ্রহ ঘ) যোগাযোগ

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----- //

১৩১. ভবিষ্যতে আমি কী করতে চাই তা নির্ধারণ করা যায়— (অনুধাবন)

- i. নিজের আগ্রহ জানার মাধ্যমে
ii. নিজের যোগ্যতা অনুধাবন করে
iii. পারিবারিক চাহিদা বিবেচনা করে
নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ঘ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩২. ক্যারিয়ার নির্ধারণে আগ্রহকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়, কারণ— (অনুধাবন)

- i. এটি না থাকলে অনেক বিষয়ই নিষ্প্রাণ হয়ে যায়
ii. সবকিছু একষেয়ে মনে হয়
iii. যোগ্যতা মরান হয়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii ঘ) i ও iii
গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৩. কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়— (অনুধাবন)

- i. নমনীয়তা থাকা
ii. পেশাদারি মনোভাব থাকা
iii. স্বাস্থ্যগত ত্রুটিমুক্ত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ঘ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩৪. দলে কাজ করার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো— (অনুধাবন)

- i. ঐকমত্যে কাজ করা
ii. দলের লব্যকে সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরা
iii. সাবলীল ভাষায় কথা বলা
নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ঘ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩৫. সমস্যা সমাধানের বেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন—

(উচ্চতর দক্ষতা)

- i. সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও কারণ বিশ্লেষণ
ii. কার্যকর সমাধান কৌশল
iii. ভুক্তভোগীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii ঘ) i ও iii
গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৬. তোমার স্বপ্নের ক্যারিয়ারকে পোস্টারে সাজিয়ে তুলে তুমি
দেখাতে পার— (অনুধাবন)

- i. সৃজনশীলতা
ii. শৈল্পিকতা
iii. আধুনিকতা
নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ঘ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩৭ ও ১৩৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সমাজকর্মী শিলা আফরোজ একটি এনজিওতে মাঠকর্মী হিসেবে কাজ করে। প্রতিদিন সে টার্নেট গ্রন্থপদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। এ কাজটি করতে গিয়ে শিলাকে নানা শ্রেণি, পেশা-ধর্ম-বর্ণের মানুষের সংস্পর্শে যেতে হয়। তবে এ কাজটি সে খুব দবতার সাথেই করতে পারছে।

১৩৭. শিলার মধ্যে যেসব দবতার প্রকাশ পেয়েছে তা হলো— (প্রয়োগ)

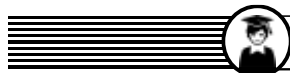
- i. যোগাযোগ রবার
ii. দলে কাজ করার
iii. সমস্যা সমাধানের
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii ঘ) i ও iii
● ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩৮. এ ধরনের দবতার মাধ্যমে — (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. গঠনমূলক পরিবর্তন আনা সম্ভব
ii. কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা যায়
iii. সামাজিক যোগাযোগের বেত্রে তৈরি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ঘ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii



অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন -১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

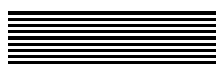
মি. ফাহিম খান ছোটবেলা থেকেই তার ক্যারিয়ার গঠনে সচেতন ছিলেন। সে লব্ধে তিনি ব্যবসায় শিবা শাখা বেছে নেন। পরবর্তীতে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে তিনি একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে এক্সিকিউটিভ হিসেবে যোগদান করেন। ধীরে ধীরে দবতা, মেধা ও যথাযথ প্রশিৰণ গ্রহণের পর তিনি এখন ঐ কোম্পানিরই একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।



- ক. ক্যারিয়ার কী?
খ. ক্যারিয়ার শিবা পাঠের অন্যতম একটি প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
গ. ফাহিম খানের কাজটি কোন ধরনের তা বর্ণনা কর।
ঘ. ফাহিম খানের ক্যারিয়ারে বিকাশে কোন বিষয়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি তা বিশ্লেষণ কর।

▶ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶

- ক. ক্যারিয়ার হলো সব ধরনের কাজ, পেশা, চাকরি বা জীবন অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপ, যা একজন ব্যক্তি তার সারাজীবনে অর্জন করে।
- খ. একটি সুন্দর ও সফল ক্যারিয়ার গঠনে ক্যারিয়ার শিবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।
মানুষের জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্যারিয়ার শিবার জ্ঞান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষের জীবনযাপন শৈলী, মান উপার্জন, জীবনের গতিময়তা ইত্যাদি অনেক কিছু সিদ্ধান্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাই এ সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত বাস্তবতার নিরিখে সমাজ ও বিশ্ব চাহিদার প্রেক্ষিতে। ক্যারিয়ার শিবা আমাদেরকে সমাজ বাস্তবতা, বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্যারিয়ার সম্পর্কে ধারণা দেয়, যা আমরা ক্যারিয়ার শিবার মাধ্যমে জানতে পারি। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেত্রে ক্যারিয়ার শিবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- গ. ফাহিম খানের কাজটিকে চাকরি হিসেবে গণ্য করা যায়। ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট পদে অবস্থান করে তাকে চাকরি বলা হয়। এটি হলো নির্দিষ্ট পেশার অন্তর্গত বিশেষ পদ বা অবস্থা যেমন : কোনো সংস্থার প্রধান স্থপতি কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক বা জেনারেল ম্যানেজার, প্রধান শিল্পক, সহকারী জজ প্রভৃতি। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, জনাব ফাহিম ব্যবসায় শিবা তার ক্যারিয়ার গড়েছেন। তিনি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে একটি বহুজাতিক কোম্পানির এক্সিকিউটিভ হিসেবে যোগদান করেন। এই এক্সিকিউটিভ পদটি তার অবস্থান নির্দেশ করেছে। যাকে চাকরি বলে অভিহিত করা যায়। আবার এ বিষয়ে প্রশিষণ লাভের মাধ্যমে তিনি বর্তমানে ঐ কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। এই উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পদটিও তার বর্তমান অবস্থা বা পদ নির্দেশ করেছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ফাহিমের কাজটিকে চাকরি বলে আখ্যায়িত করা যায়।
- ঘ. ফাহিম খানের ক্যারিয়ারের বিকাশে দবতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে আমি মনে করি।
কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো দবতার পরিচয় দেওয়া অনেক সময় মানুষের মেধা বা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করার উপযুক্ত স্থান বাছাই করতে না পারা বা প্রশিষণের অভাবে তা কাজে লাগানো যায় না। কিন্তু ফাহিম সাহেব তার মেধার যথাযথ প্রয়োগ করতে পেরেছেন, যা দবতারই পরিচায়ক।
উদ্দীপকে ফাহিম সাহেবের ক্যারিয়ারের বিকাশটিকে দবতাভিত্তিক বিকাশ বলা যায়। কারণ তিনি একটি বিষয়ে ক্রমাগত জ্ঞান অর্জন বা প্রশিষণের মাধ্যমে দব হয়ে উঠেছেন। তিনি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ক্রমাগত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। অর্থাৎ তিনি দবতার পরিচয় দিতে সর্বম হয়েছেন। এক্সিকিউটিভ পদে থাকাকালীন তিনি এ বিষয়ে ভালো করার চেষ্টা থেকে বর্তমানে একই কোম্পানির উর্ধ্বকর্তা হিসেবে কাজ করছেন। এটি তার কাজের পারদর্শিতা বা দবতাকের প্রকাশ করে।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটি প্রমাণিত যে দবতা কর্মক্ষেত্রে সফলতার অন্যতম একটি উপায়। যে উপায়টি ব্যবহার করে উদ্দীপকের ফাহিম নিজের অবস্থান পরিবর্তনে সর্বম হয়েছেন।



অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন -২▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

যশোরের জয়িতা একজন সফল নারীর নাম। ছোটবেলা থেকেই সমাজের নানা অসংগতি তাকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। স্কুল পড়া অবস্থায় কোথাও কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটলে জয়িতা ছুটে যেত সেখানে। খুটিয়ে খুটিয়ে সবকিছু জেনে জেলা সাংবাদিকের মাধ্যমে পত্রিকায় সব ঘটনা প্রকাশের ব্যবস্থা করত। গভীর আগ্রহ থেকেই সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় অনার্স, মাস্টার্স সম্পন্ন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছে সে। বর্তমানে জয়িতা একজন স্বনামধন্য সাংবাদিক। স্বপ্ন পূরণে আজ সে সম্পূর্ণভাবেই সফল।



- ক. বৃত্তি কী? ১
খ. কাজ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. বর্তমানে জয়িতার অবস্থানকে কী হিসেবে গণ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছোটবেলা থেকে বর্তমান পর্যন্ত জয়িতার সামগ্রিক প্রচেষ্টাই তার ক্যারিয়ার গড়ে দিয়েছে- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

▶ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▶

- ক. বিশেষ কোনো শিবা বা দীর্ঘমেয়াদি প্রশিষণ ছাড়া কোনো কাজ করে অর্থ উপার্জন করাই হলো বৃত্তি।

খ. কাজ বলতে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেকোনো শারীরিক বা মানসিক কর্মকাণ্ড বোঝায়।

কোনো কিছু করাকে সাধারণ ভাষায় কাজ বলে। এটি অর্থ উপার্জনের জন্য হতে পারে আবার অর্থ ছাড়াও হতে পারে। এটি একটি ব্যাপক ধারণা, যার মধ্যে যেকোনো ধরনের কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত। চাকরি, পেশা বা ক্যারিয়ারের বেত্রে মানুষকে যা যা করতে হয়, সেগুলো কোনো না কোনো কাজ। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের সাধারণ কার্যাবলি যেমন— লেখাপড়া, ব্যায়াম করা, খাওয়া সবই কাজের অন্তর্ভুক্ত।

গ. বর্তমানে জয়িতা একজন প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য সাংবাদিক, যাকে পেশা হিসেবে গণ্য করা যায়।

পেশা মূলত এমন এক ধরনের কাজ, যার জন্য ব্যক্তির বিশেষ কোনো শিবা, প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ পেশা হলো ব্যক্তির জীবিকা অর্জনের এমন এক ধরনের উপায়, যা বিশেষ জ্ঞান, পেশাগত নৈপুণ্য ও দবতাভিত্তিক হয়ে থাকে। এককথায় পেশা হলো বিশেষায়িত শিবা, দবতা ও কৌশলভিত্তিক এক ধরনের বৃত্তি যা সাধারণ মূলনীতি এবং বিশেষ নৈতিক মানদণ্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত জয়িতার কাজটিরও এ ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জয়িতা বর্তমানে একজন স্বনামধন্য সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাকে এ পর্যন্ত পৌছতে অনেক ধৈর্য আর অবিরাম চেষ্টা করতে হয়েছে। সাংবাদিকতার ওপর বিশেষ শিবা অর্জন এবং প্রশিক্ষণ নেয়ার পরই সে সাংবাদিক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ছোটবেলায় জয়িতা সাংবাদিকতার কাজ করলেও তাকে কেউ সাংবাদিক বলত না। বিশেষ জ্ঞান, নৈপুণ্য আর অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে জয়িতা আজ সফল ও পরিপূর্ণ একজন সাংবাদিক। সাংবাদিকতার কাজ করতে গিয়ে জয়িতাকে বিশেষ নীতিও মনে চলতে হচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জয়িতার কাজটিতে পেশার বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পূর্ণভাবেই বর্তমান। তাই তার কাজটিকে পেশা হিসেবে গণ্য করা যায়।

ঘ. ক্যারিয়ার ধারণাটি একজন ব্যক্তির সব ধরনের কাজ, পেশা/চাকরি বা জীবন অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপকে উপস্থাপন করে। তাই জয়িতার বেত্রে প্রস্তোক্ত মন্তব্যটি সঠিক।

ক্যারিয়ার হলো সব ধরনের কাজ, পেশা, চাকরি বা জীবন অভিজ্ঞতার সমন্বিত দিক, যা একজন ব্যক্তি তার সারাজীবনে অর্জন করে। অর্থাৎ জীবনব্যাপী বিকাশের ক্রমধারা বা জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট অংশই হলো ক্যারিয়ার। এটি বিভিন্ন চাকরি, পদ, কাজ সম্মান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকে আমরা জয়িতা নামের যে মেয়েটিকে দেখতে পাই, তিনি স্বপ্ন পূরণে অনেকটা সময় ব্যয় করেছেন। ছোটবেলা থেকে সমাজের বিভিন্ন ঘটনা দুর্ঘটনায় তার অংশগ্রহণ, তথ্য সংগ্রহ এবং তা জনসম্মুখে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা, ছাত্রী থাকাকালীন সাংবাদিক হিসেবে পত্রপত্রিকায় কাজ করা সব কিছুর সমন্বয়ে আজ সে একজন সফল সাংবাদিক হিসেবে ক্যারিয়ার গঠন করেছে। মূলত, জীবনব্যাপী একজন ব্যক্তি মূলত তার পেশা সংক্রান্ত যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন আর যে পথে অগ্রসর হন, তাই তার ক্যারিয়ার। জয়িতার স্বপ্ন ছিল তুখোড় সাংবাদিক হওয়া। তাই সে ছোটবেলা থেকেই সমাজের নানা অসংগতি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে। এ আগ্রহ থেকেই সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় পড়াশোনা করেছে। আবার পড়াশোনাকালীন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য জয়িতা বেশ কয়েকটি পত্রপত্রিকায় কাজ করেছে। তার ছোটবেলা থেকে সামগ্রিক প্রচেষ্টাই তাকে বর্তমানে সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট যে, একজন মানুষের ক্যারিয়ার যেভাবে গঠিত হয়, জয়িতার বেত্রেও তাই হয়েছে। অর্থাৎ জয়িতার সারা জীবনের কাজ, চাকরি এবং অভিজ্ঞতাই তার বর্তমান ক্যারিয়ার গড়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন -৩▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আট বছর বয়সে সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-মাকে হারিয়ে এতিম হয়েছে ওসমান আলী এবং জাফর আলী। ওসমান আলী বড় হওয়ায় সে পরিবারের দায়িত্ব নেয়। নিজে ঠেলাগাড়ি, ভ্যান চালিয়ে ছোট ভাইকে পড়াশোনা শেখায়। আজ জাফর আলী একজন ডাক্তার। সে মানুষের চিকিৎসা করে আয়-উপার্জন করলেও ওসমান আলী এখনও রিকশা চালিয়েই জীবিকার সংস্থান করে।

ক. ক্যারিয়ার মডেলের ধাপ মোট কয়টি?	১
খ. ক্যারিয়ার গড়ার বেত্রে নিজেকে জানা গুরুত্বপূর্ণ কেন?	২
গ. ওসমান আলীর কাজটিকে কী হিসেবে গণ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. ওসমান এবং জাফর উভয়ে জীবিকার তাগিদে কাজ করলেও তাদের কাজের ধরন এক নয়— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।	৪

▶◀ তনু প্রশ্নের উত্তর ▶◀

ক. ক্যারিয়ার মডেলের ধাপ মোট পাঁচটি।

খ. নিজের আগ্রহ, অনাগ্রহ, ভালোলাগা, মন্দলাগার বিষয়গুলো ক্যারিয়ার গঠনে প্রভাব ফেলে বলে এগুলো জেনে নেওয়া জরুরি।

ক্যারিয়ারের পথে অগ্রসর হওয়ার বেত্রে নিজেকে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কাজ আমরা করতে ভালোবাসি না, এ রকম কাজ যদি আমাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় করতে হয়, তবে তা আমাদের ক্লান্ত করে তোলে। আবার যে কাজে আমাদের দবতা নেই, তা করলে তাতে ভালো করার সম্ভাবনা কম থাকে। তাই কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য নিজেকে জানা অত্যন্ত জরুরি।

গ. ওসমান আলীর কাজটিকে বৃত্তি হিসেবে গণ্য করা যায়।

বিশেষ কোনো শিবা বা দীর্ঘমেয়াদি প্রশিষণ ছাড়া কোনো কাজ করে অর্থ উপার্জন করাকে বৃত্তি বলে। সাধারণ অর্থে বৃত্তি হলো জীবন ধারণের উপায়। জীবন ধারণের জন্য মানুষ অনেক কাজই করে। তবে কিছু কিছু কাজ রয়েছে, যা যেকোনো মানুষ বুদ্ধি ও শারীরিক সামর্থ্য দিয়ে করতে পারে। এ ধরনের কাজে কোনো রকম শিবা বা অন্য কোনো প্রশিষণের প্রয়োজন হয় না। যেমন— নৌকা চালানো, চাষ করা, রিকশা চালানো প্রভৃতি। এগুলোই হলো বৃত্তি। উদ্দীপকের ওসমান আলী রিকশা, ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। তার এ কাজের জন্য তাকে কোনো প্রশিষণ বা শিবা গ্রহণ করতে হয়নি। শারীরিক সামর্থ্য আর কিছু কৌশল দিয়েই সে এ কাজটি করতে পারছে। সুতরাং ওসমান আলীর কাজটি বৃত্তির সকল বৈশিষ্ট্যই ধারণ করে। তাই তার কাজটিকে বৃত্তি হিসেবে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।

ঘ. পেশা এবং বৃত্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উদ্দীপকের ওসমান একজন বৃত্তিধারী এবং জাফর একজন পেশাজীবী। তাই উভয়ের কাজ জীবিকা অর্জনের উপায় হলেও কাজের ধরন এক নয়।

সাধারণত পেশা এবং বৃত্তিকে এক মনে করা হয়। কারণ, উভয় কাজের উদ্দেশ্য এক। কিন্তু উদ্দেশ্য এক হলেও পেশা এবং বৃত্তি এক নয়। সকল কাজকে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে বৃত্তি বলা গেলেও পেশা বলা যায় না। তাই ওসমান এবং জাফরের কাজও এক নয়।

পেশা হলো এমন সব বৃত্তি যেগুলো বিশেষ জ্ঞান এবং পেশাগত নৈপুণ্য এবং দবতাভিত্তিক হয়ে থাকে। প্রত্যেক পেশার নিজস্ব সত্তা থাকে যা তাকে বিশিষ্টতা দান করে। যেমন— উদ্দীপকের জাফর আলীর পেশা হলো ডাক্তারি করা, অর্থাৎ ডাক্তারি পেশা অর্জন করতে জাফর আলীকে বিশেষ শিবা ও প্রশিষণ নিতে হয়েছে। তার এ কাজটি বিশেষ কিছু নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্যদিকে ওসমান আলীর কাজটি করতে তাকে কোনো শিবা বা প্রশিষণ নিতে হয়নি। তাছাড়া এ কাজটি কোনো নির্দিষ্ট নীতি দ্বারাও পরিচালিত হচ্ছে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ওসমান আলী এবং জাফর আলীর কাজের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে বৃত্তি এবং পেশা এক হলেও বৈশিষ্ট্যগত দিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণই আলাদা। তাই উদ্দীপকের ওসমান ও জাফর আলীর কাজের ধরন এক নয়।

প্রশ্ন -৪▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জনাব মতিন সাহেব একটি সরকারি অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তিনি সকালবেলা অফিসে যান আবার সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফেরেন। অন্যদিকে তার ছেলে রেজাউল করিম একজন চিকিৎসক। তার কাজের কোনো সময়সীমা নেই। রোগী অসুস্থ হয়ে পড়লে যেকোনো সময়ই তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়।

ক. কাজ কী?	১
খ. ক্যারিয়ার বলতে কী বোঝায়?	২
গ. জনাব মতিন সাহেবের কাজের ধরন ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. রেজাউল করিমের কাজটি জনাব মতিনের কাজের ধরনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কি? মতের পবে যুক্তি দাও।	৪

▶▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেকোনো শারীরিক বা মানসিক কর্মকাণ্ডই কাজ।

খ. ক্যারিয়ার বলতে ব্যক্তির সব ধরনের কাজ, পেশা, চাকরি বা জীবন অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপকে বোঝায়, যা একজন ব্যক্তি তার সারা জীবনে অর্জন করে।

ক্যারিয়ার একজন ব্যক্তির জীবনব্যাপী ধরে চলা কাজের একটি ফলাফল। একজন ব্যক্তি মূলত তার পেশা সংক্রান্ত যে কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে আর যে পথে অগ্রসর হয়, তাই তার ক্যারিয়ার। এটি বিভিন্ন চাকরি পদ, কাজ, সম্মান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়। সুতরাং বলা যায়, জীবনব্যাপী বিকাশের ক্রমধারা অথবা জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট অংশই হলো ক্যারিয়ার।

গ. জনাব মতিন সাহেবের কাজটির ধরন হলো চাকরি।

ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট পদে অবস্থান করে, তাকে চাকরি বলে। যেমন— স্কুল শিষক, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক, জেলা প্রশাসক অফিসের বাগান পরিচর্যাকারী, হাসপাতালের পরীবাগার সহকারী প্রভৃতি।

চাকরি হলো একটি নির্দিষ্ট পেশার অন্তর্গত বিশেষ একটি পদ বা অবস্থা। যেমন— কোনো সংস্থার প্রধান স্থপতি। এখানে স্থপতি হলো পেশা এবং প্রধান পদটি হলো চাকরি। উদ্দীপকে জনাব মতিন একটি সরকারি অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এখানে তিনি একটি পদে কর্মরত রয়েছেন, যা তার অবস্থান নির্দেশ করে। সুতরাং তার কাজটিকে চাকরি বলে গণ্য করা যায়।

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী রেজাউল করিমের কাজটি একটি পেশা, যা মতিন সাহেবের কাজের তথা চাকরির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। পেশা বা বৃত্তি হলো একটি নির্দিষ্ট সাধারণ কাজের নাম। যেমন—চিকিৎসক, স্থপতি, ধাত্রী প্রভৃতি। এরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য তাদের যোগ্যতা, দবতা আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। আর চাকরি হলো একটি নির্দিষ্ট পেশার অন্তর্গত বিশেষ একটি পদ বা অবস্থা। পেশা অনেক বিস্তৃত হওয়ায় আমরা এর মধ্যকার পদগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিকরণ করে চাকরিতে রূপান্তর করতে পারি, যা উদ্দীপকের রেজাউল করিমের বেত্রেও করা যায়।

উদ্দীপকের রেজাউল করিম একজন চিকিৎসক। চিকিৎসা তার পেশা। এখন চিকিৎসক হিসেবে তিনি কার চিকিৎসা করেন তার ভিত্তিতে চাকরি ভাগ হতে পারে, যেমন— পশু চিকিৎসক ও মানুষের চিকিৎসক। আবার কোন ধরনের অঙ্গের চিকিৎসক তার ভিত্তিতেও ভাগটি হতে পারে। যেমন— নাক, কান, গলা, বিশেষজ্ঞ; হাড় বিশেষজ্ঞ; দন্ত বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। এমনকি পদের ভিত্তিতেও আমরা ভাগটি করতে পারি। যেমন— সিভিল সার্জন, মেডিকেল অফিসার, সহকারী উপজেলা মেডিকেল অফিসার প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনাব রেজাউল করিম কার চিকিৎসা করেন বা তিনি কর্মরত প্রতিষ্ঠানের কোন অবস্থানে রয়েছেন তা বিবেচনা করে, তাকে মতিন সাহেবের মতো চাকরিজীবী বলে গণ্য করা যায়।

প্রশ্ন -৫▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সারা এবাদি ছোটবেলা থেকে নাচ-গান করতে খুব পছন্দ করত। তাই লেখাপড়ার প্রতি তেমন মনোযোগী না হয়ে নাচ-গান নিয়েই ব্যস্ত থাকত সে। একপর্যায়ে সারা যখন নিজেকে স্বাবলম্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল, তখন দেখা গেল সে ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে পারছে না। মিডিয়া বা সাংস্কৃতিক অঙ্গান ছাড়া তার কোথাও কাজের সুযোগ নেই। কিন্তু এ অঙ্গানে কাজ করতে এখন সে পছন্দ করে না। তাই নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সে চিন্তিত হয়ে পড়ে।

- | | |
|--|---|
| ক. কখন প্রত্যেক পেশার মানুষ সমাজের জন্য উপকারী হয়? | ১ |
| খ. ক্যারিয়ারকে পরিবর্তন না বলে বিকাশ বলা হয় কেন? | ২ |
| গ. সারা এবাদির বেত্রে ক্যারিয়ার বিকাশের কোন ধাপটির ব্যত্যয় ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. ‘সারার নিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়তে ক্যারিয়ার বিকাশের প্রতিটি ধাপই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত’? মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

▶◀ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

ক. প্রত্যেক পেশার মানুষ সমাজের জন্য উপকারী হয়, যখন তারা সততা ও ন্যায়বোধ মেনে চলে।

খ. ক্যারিয়ার বিষয়টি ধাপে ধাপে অগ্রসরমান একটি প্রক্রিয়া, তাই একে পরিবর্তন না বলে বিকাশ বলা হয়।

ক্যারিয়ার হলো জীবনব্যাপী বিকাশের ক্রমধারা বা জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ। এটি স্থির কোনো বিষয় নয়। ক্যারিয়ারের পরিবর্তন সুশৃঙ্খলভাবে, লক্ষ্য অনুযায়ী ধাপে ধাপে সুমন্ডাবে হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধাপে ক্যারিয়ারের বিকাশকে এগিয়ে নিতে হয় বলে একে পরিবর্তন না বলে বিকাশ বলা হয়।

গ. সারা এবাদির বেত্রে ক্যারিয়ার বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ নিজের দবতা ও আগ্রহ সম্পর্কিত বিষয়ের পেশা, বৃত্তি বা চাকরির সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়টির ব্যত্যয় ঘটেছে।

ক্যারিয়ার বিকাশের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ রয়েছে। এবেত্রে প্রথমত নিজেকে জানা জরুরি। এরপর নিজের আগ্রহ ও দবতার সাথে মানানসই পেশা বা বৃত্তি খুঁজে বের করা এবং এর জন্য নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলা আবশ্যিক। কিন্তু সারার বেত্রে এ বিষয় লব করা যায় না।

উদ্দীপকের সারা নিজের ভালোলাগার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিলেও এ বিষয়ের জন্য সে কতটুকু যোগ্য তা যাচাই করে দেখেনি। তাছাড়া এ বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দবতা, যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কী কী অর্জন জরুরি তা জানা আবশ্যিক। কিন্তু সারা তাও জানার প্রয়োজন বোধ করেনি। আগ্রহের বিষয়টির জন্য কী ধরনের চাকরি রয়েছে বা এবেত্রে কী কী দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হয় তাও জানতে হবে। বিভিন্ন পেশা বা চাকরি সম্পর্কে সঠিক তথ্য আমাদেরকে সঠিক পেশা বা চাকরি বাছাইয়ে সাহায্য করে। উদ্দীপকের সারা নাচ-গান সম্পর্কিত পেশা বা কাজের ধরন, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে না জানার কারণেই পেশা নির্বাচনে সমস্যায় পড়েছে।

ঘ. ক্যারিয়ারের পরিবর্তন সুশৃঙ্খলভাবে লব্যানুযায়ী, ধাপে ধাপে সুষমভাবে হওয়াই কাম্য, যা সারার নিশ্চিত ভবিষ্যত গড়ার বেত্রেও প্রযোজ্য।

ক্যারিয়ারের বিকাশকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন ধাপ বা পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে যেতে হয়। সাধারণত ক্যারিয়ার বিকাশের বেত্রে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করা জরুরি। যেমন— নিজেই জানা, বিভিন্ন ধরনের পেশা, বৃত্তি ও চাকরি সম্পর্কে জানা, লব্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করা। উদ্দীপকের সারাকে নিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য এ ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করতে হবে। প্রথমে নিজের আগ্রহ-অনাগ্রহ, ভালোলাগা, মন্দলাগা, দবতা, মূল্যবোধ জেনে এগিয়ে যেতে হবে। যে কাজটি করতে মানুষ ভালোবাসেনা, তা যদি জীবনের বেশিরভাগ সময় করতে হয়, তাহলে জীবনে ক্লান্তি নেমে আসাই স্বাভাবিক। আবার নিজের পছন্দের ও দবতার সাথে মানানসই পেশা বা বৃত্তি খুঁজে না পেলে নিজের কর্মজীবন নির্বাচন করতে জটিলতায় পড়তে হয়। সর্বোপরি ক্যারিয়ারের বিকাশে লব্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ অপরিহার্য। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকলে পেশা বা বৃত্তি নির্বাচনেও এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে সুস্পষ্টভাবে পরিকল্পনা করা যায়। ফলে ক্যারিয়ারের পথে সফলতার সাথে অগ্রসর হওয়া যায়। সুস্পষ্ট লব্য ও পরিকল্পনার অভাবে ক্যারিয়ার বতিগ্রস্ত হয়। যেমনটি উদ্দীপকের সারার বেত্রেও হয়েছে। উপর্যুক্ত আলোচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, সারার ক্যারিয়ার গঠন বা ভবিষ্যৎ সফলতার জন্য ক্যারিয়ার বিকাশের ধাপগুলো অনুসরণ করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন -৬▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সংস্কৃতিমনা জিতু আহসান একজন মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার যাবতীয় করণীয় ইতোমধ্যেই সে সম্পন্ন করেছে। এখন শুধু নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার অপেক্ষা। বিভিন্ন টেলিভিশনে ইতোমধ্যেই সে যোগাযোগ করেছে।



- ক. ক্যারিয়ারের রৈখিক বিকাশ কী? ১
- খ. ক্যারিয়ারের সর্পিলাকার বিকাশ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. নিজের স্বপ্ন পূরণে জিতু আহসানের বর্তমান করণীয় নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর জিতু আহসান ক্যারিয়ার বিকাশের সবগুলো ধাপ অতিক্রম করেছে? মতের পরে যুক্তি দাও। ৪

▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. ক্যারিয়ারের রৈখিক বিকাশ হলো নিম্নপদ হতে ধীরে ধীরে উপরের পদে উন্নীত হওয়া।

খ. ক্যারিয়ারের সর্পিলাকার বিকাশ বলতে সময়ের সাথে সাথে ব্যক্তির জ্ঞান, দবতা ও অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশকে বোঝায়।

সর্পিলাকার ক্যারিয়ারের বেত্রে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট কর্মবেত্রে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করতে শুরু করে এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সাথে সাথে নতুন নতুন কর্মবেত্রে বিভিন্ন দবতা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে থাকে। যেমন, ধরা যাক একজন বিজ্ঞান শিষক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে অন্য একটি বিদ্যালয়ের শিষকগণকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। এভাবে ক্যারিয়ারের সর্পিলাকার বিকাশ শুরু হয়।

গ. নিজের স্বপ্ন পূরণে জিতু আহসানের বর্তমান করণীয় হলো চাকরির সন্ধান করা।

কোনো একজন ব্যক্তির নিজের আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে লব্য নির্ধারণের পর ঐ লব্যে পৌঁছানোর জন্য তাকে প্রয়োজনীয় দবতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। যখন সে ঐ কাজের জন্য যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তখন যোগ্যতা বিকাশের জন্য তাকে কাজে যোগদান করতে হয়। জিতু আহসান যেহেতু মডেল হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে, তাই তারও উচিত তার যোগ্যতার বিকাশ ঘটানো।

মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্দীপকে জিতুর বর্তমান করণীয় হলো বিভিন্ন মিডিয়া বা বিজ্ঞাপনী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রচা করা। পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির আবেদন করা। গভীর মনোযোগ ও ধৈর্যের সাথে বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোর কাছে নিজের দবতা, যোগ্যতা, আগ্রহ ও মূল্যবোধের প্রমাণ দিয়ে নিজেকে কাজে সম্পৃক্ত করা। এরপর সে যদি কোনোভাবে চাকরি পেয়ে যায় পরবর্তীতে তার করণীয় হলো নিজেকে উপস্থাপন করা। তবে প্রতিষ্ঠান যদি তার ক্যারিয়ারের প্রতি গুরুত্ব না দেয় বা তার বিকাশের কোনো উপায় বাতলে না দেয় তাহলে তার উচিত এর থেকে ভালো কোনো বিজ্ঞাপনী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা। এভাবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন কাজের এবং অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে জিতু আহসান তার স্বপ্ন পূরণে সক্ষম হবে বা ক্যারিয়ার গঠন করতে পারবে।

ঘ. হ্যাঁ, আমি মনে করি জিতু আহসান ক্যারিয়ার বিকাশের ধাপ বা পরিকল্পনাগুলো অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে।

ক্যারিয়ার স্থির কোনো বিষয় নয়, বরং পরিবর্তনশীল। ক্যারিয়ারের পরিবর্তন সুশৃঙ্খলভাবে, লব্যানুযায়ী ধাপে ধাপে সুষম হওয়াই কাম্য। এজন্য আমাদেরকে বিভিন্ন ধাপে ক্যারিয়ারের বিকাশকে এগিয়ে নিতে হবে। এবেত্রে প্রথমে নিজেকে জানতে হবে এবং নিজের আগ্রহের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশা বা চাকরির সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে এবং নিজের দবতা চিন্তা করতে হবে। এরপর একটি সুনির্দিষ্ট লব্য নির্ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে।

উদ্দীপকের জিতু আহসান সংস্কৃতিমণ্ড। তার ভালোলাগা থেকেই সে মডেল হওয়ার লব্ধি নির্ধারণ করেছে। এভাবে সে নিজেকে মডেল হওয়ার যোগ্য হিসেবে প্রস্তুত করেছে। মডেলিং এর বেত্রে সম্পর্কে ধারণা নিয়ে, কাজের ধরন, দায়িত্ব-কর্তব্য বুঝেই সে তার লব্ধি নির্ধারণ করেছে এবং এ পথে এগিয়েছে। ক্যারিয়ার বিকাশের বেত্রে এ বিষয়গুলোই জরুরি। প্রথমত নিজের আগ্রহ, ভালোলাগা, মন্দলাগা, মূল্যবোধ, দরতা, যোগ্যতা বুঝে সে অনুযায়ী চাকরির বেত্রে, দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জেনে লব্ধি নির্ধারণ করতে হয়। তাহলে কর্মজীবনে কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জিতু আহসান ক্যারিয়ার বিকাশের ধাপগুলো অতিক্রম করেছে।

প্রশ্ন -৭▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সিন্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের শিবক মো. নাসির উদ্দিন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে কলেজের শিবাধীদেব এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তিনি বিজ্ঞান পড়ানোর পাশাপাশি এ বিষয়টিরও শিবকতা করছেন। মাঝে মধ্যে সিন্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলের শিবকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে তাকে ডাকা হয়। তিনি বিজ্ঞানের পাশাপাশি এ বিষয়েও নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে চাইছেন।

ক. CV-এর পূর্ণ রূপ কী?	১
খ. মানুষ চাকরির বদল করে কেন?	২
গ. উদ্দীপকে ক্যারিয়ারের কোন বিকাশটির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. উদ্দীপকটি ক্যারিয়ারের বিকাশকে সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করে কি? মতামতের পরে যুক্তি দাও।	৪

▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. CV-এর পূর্ণরূপ হলো Curriculam Vitae.

খ. প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া এবং ভালো কোনো চাকরির সুযোগ পাওয়ায় মানুষ চাকরির বদল করে।

মানুষ তাদের জীবিকার তাগিদে চাকরি করে বা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে মানুষের এ উদ্দেশ্য পূরণ ব্যাহত হয়, তখন নতুন চাকরির সন্ধান করে। এটি ক্যারিয়ারেরই একটি অংশ। কারণ জীবনের বিভিন্ন চাকরি ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে মানুষের ক্যারিয়ার গড়ে ওঠে।

গ. উদ্দীপকে ক্যারিয়ারের সর্পিলাকার বিকাশের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ক্যারিয়ারের সর্পিলাকার বিকাশ বলতে সময়ের সাথে সাথে ব্যক্তির জ্ঞান, দরতা ও অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশকে বোঝায়। এভাবে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করতে শুরু করে এবং দিনে দিনে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সাথে সাথে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন দরতা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে থাকে। যেমনটি উদ্দীপকের বিজ্ঞান শিবক মো. নাসিরউদ্দিনের বেত্রে লব করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিজ্ঞান শিবক মো. নাসিরউদ্দিন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে ছাত্রদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞানের পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তার অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষকের মর্যাদা পেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ক্যারিয়ার গঠন করছেন। এভাবেই ক্যারিয়ারের সর্পিলাকার বিকাশ শুরু হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপক থেকে আমরা ক্যারিয়ারের সর্পিলাকার বিকাশ সম্পর্কেই ধারণা লাভ করি।

ঘ. উদ্দীপকে ক্যারিয়ার বিকাশের একটি দিক সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে, যা ক্যারিয়ার বিকাশের সম্পূর্ণ দিককে উপস্থাপন করে না। ক্যারিয়ার বলতে জীবনের পথে বিভিন্ন চাকরি ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় বোঝায়। এটি স্থির কোনো বিষয় নয়, বরং সদা পরিবর্তনশীল। ক্যারিয়ারের এ বিকাশকে বিভিন্নভাবে দেখা যায়। যেমন রৈখিক, দরতাভিত্তিক, সর্পিলাকার, গতিময় প্রভৃতি। উদ্দীপকে আমরা শুধু সর্পিলাকার বিকাশ সম্পর্কে ধারণা পাই।

উদ্দীপকে বিজ্ঞান শিবক নাসির উদ্দিনের বর্ণনায় আমরা ক্যারিয়ারে সর্পিলাকার বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারি। এছাড়াও ক্যারিয়ারের রৈখিক বিকাশ রয়েছে, যা কোনো ব্যক্তির নিম্নপদ থেকে ধীরে ধীরে উপরের পদে উন্নীত হওয়াকে নির্দেশ করে। দরতাভিত্তিক বিকাশে ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট কাজে বা বিষয়ে ক্রমাগত দর হওয়াকে গুরুত্বসহ বিবেচনা করা হয়। যেমন, একজন শিবকের বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ানোর দরতার ক্রমাগত চর্চা ও বৃদ্ধি এক ধরনের দরতাভিত্তিক বিকাশ। গতিময় বিকাশে ব্যক্তির ক্যারিয়ারে প্রচুর পরিবর্তন দেখা যায়। সে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। এ পরিবর্তন হয় এলোমেলোভাবে। যেমন, কোনো বিজ্ঞান শিবকের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে অন্যত্র চাকরি করা। আবার কয়েক বছর পর গ্রন্থাগার হিসেবে পড়াশোনা করে একটি পাঠাগারের প্রধান গ্রন্থাগারিক বিষয়ে নিযুক্ত হওয়া। বিজ্ঞান শিবকের ক্যারিয়ারের এই নানামুখী পরিবর্তনই হলো চলমান বিকাশ।

উদ্দীপকে আমরা ক্যারিয়ার বিকাশের শুধু একটি দিক লব করি। কিন্তু ক্যারিয়ার বিকাশ সম্পর্কিত উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা ক্যারিয়ার বিকাশের অন্যান্য দিক সম্পর্কে ধারণা পাই। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি ক্যারিয়ার বিকাশের সম্পূর্ণ দিক উপস্থাপন করে না।

প্রশ্ন -৮▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

৭০ বছর বয়সের প্রবীণ সামছুল হুদার সাথে কথা বলতে গিয়ে সাংবাদিক জামান চৌধুরী তার কর্মজীবন গঠনের ধারণা লাভ করেন। সামছুল হুদা বলেন, ছোটবেলায় তিনি নিজের সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করেছেন এবং কাজের একটি জগৎ তৈরি করে নিজের দবতা ও যোগ্যতা গঠন করেছেন। এরপর কর্মজীবনে প্রবেশ করে ক্রমাগত পরিবর্তন, প্রচেষ্টায় নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন। তারপর একসময় প্রচেষ্টা কমে যায় এবং ফলাফল লাভ করেন।



- | | |
|--|---|
| ক. রংধনু জীবন কী? | ১ |
| খ. গতিময় বিকাশ বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| গ. উদ্দীপক থেকে আমরা কোন মডেলটির সম্পর্কে ধারণা লাভ করি? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে এ মডেলটি কি একই রকম? মতামতের পবে যুক্তি দাও। | ৪ |

▶▶ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. মনোবিজ্ঞানী ডোনাল্ড সুপার সময়ের সাথে সাথে এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রেক্ষিতে মানুষের নিজের সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তনের ভিত্তিতে একটি মডেল দাঁড় করিয়েছেন, যা রংধনু জীবন নামে পরিচিত।

খ. গতিময় বিকাশ বলতে একজন ব্যক্তির ক্যারিয়ারে ক্রমাগত বা প্রচুর পরিবর্তন বোঝায়।

গতিময় বিকাশের বেত্রে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে বা বিভিন্ন ধরনের কর্মবেত্রে কাজ করে থাকে। এ পরিবর্তন হয় এলোমেলোভাবে। যেমন একজন বিজ্ঞান শিক বব্যস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে আরেক চাকরি নিনেন। আবার কিছু দিন পর তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পড়াশোনা করে একটি পাঠাগারের প্রধান গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিযুক্ত হলেন। এই যে তার ক্যারিয়ারের বিভিন্ন পরিবর্তন, তাই হলো গতিময় বা চলমান বিকাশ।

গ. উদ্দীপক থেকে আমরা মনোবিজ্ঞানী ডোনাল্ড সুপার প্রদত্ত ক্যারিয়ার রূ পরেখা বা রংধনু জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করি।

ক্যারিয়ার রূ পরেখা বা মডেলটি মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে যে ধারণা অর্জিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এখানে বিজ্ঞানী সুপার পাঁচটি ধাপের অবতারণা করেছেন। এগুলো হলো— বৃদ্ধি, অনুসন্ধান, স্থিতি, বজায় রাখা এবং প্রতিফলন।

উদ্দীপকে আমরা ডোনাল্ড সুপার প্রদত্ত ক্যারিয়ার রূ পরেখার পাঁচটি ধাপই লব করি। এখানে দেখা যায়, ৭০ বছরের প্রবীণ সামছুল হুদা তার কর্মজীবনের মূল্যায়নে প্রথমেই বলেন নিজের সম্পর্কে ধারণা, দৃষ্টি তৈরি এবং কাজের একটি জগৎ তৈরির কথা, যা বৃদ্ধি ধাপটির সাথে সংশ্লিষ্ট। এরপর তিনি নিজের পছন্দ ও দবতা সৃষ্টির বিষয়টির অবতারণা করেন, যা ক্যারিয়ার মডেলের অনুসন্ধান ধাপটির ইজিত দেয়। এরপর তিনি কর্মবেত্রে প্রবেশ এবং নিজের অবস্থান তৈরির কথা বলেন, যা স্থিতি ধাপটির অনুরূপ। এরপর তিনি তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন, যা বজায় রাখা দিকটির ইজিত বহন করে। সর্বশেষে তিনি ফলাফল বা প্রাপ্তির অবসানের কথা উল্লেখ করেন, যা প্রতিফলন ধাপটির নামান্তর। সুতরাং এটি সুস্পষ্ট যে, জনাব সামছুল হুদা সাংবাদিক জামানকে তার জীবন সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন তাতে ক্যারিয়ার রূ পরেখা মডেলটিই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঘ. প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে ডোনাল্ড সুপার প্রদত্ত ক্যারিয়ার রূ পরেখা বা মডেলটি একই রকম নয়।

কিছু মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুপার তার ক্যারিয়ার মডেলটি প্রদান করেছেন। সব মানুষের বেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে তা নয়। কারণ মানুষের অবস্থান, ইচ্ছা, অনিচ্ছা কাজ ভিন্ন রকম হতে পারে। যদিও সুপার ক্যারিয়ারের ধাপগুলোকে বয়স অনুযায়ী ভাগ করেন। তবে ব্যক্তি বিশেষের পার্থক্যের কারণে তা ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

ক্যারিয়ার মডেলের প্রথম ধাপটি হচ্ছে বৃদ্ধি। এখানে ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করে। দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদা এবং কাজের সাধারণ জগৎ সম্পর্কে এ ধারণা তৈরি হয়। তবে সব মানুষের বেত্রে এই সময়ে এ ধারণা তৈরি হবে তা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ সবার বৃদ্ধি এক রকম হয় না। নিজের সম্পর্কে ধারণা তৈরি হতে কারও অনেক সময় লেগে যায়, আবার কারও অল্প বয়সেই পরিপক্বতা এসে যায়। দ্বিতীয় ধাপটির কথা বললে বলা যায়, সবাই নিজের দবতা, যোগ্যতা নিয়ে চিন্তা নাও করতে পারে। যাদের এসব নিয়ে ভাবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তারা গভীরভাবে চিন্তা করে। আবার সব মানুষ কর্মবেত্রে কাজ করে না। তাই তাদের বেত্রে বিশেষ যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজন পড়ে না। ফলাফল বা প্রতিফলনের দিকটি চিন্তা করলে দেখা যায়, এটি সাধারণত সব ধরনের মানুষের মধ্যে রয়েছে। তবে এটি সবার বেত্রে এক রকম হয় না। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ডোনাল্ড সুপার প্রদত্ত ক্যারিয়ার মডেলটি ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

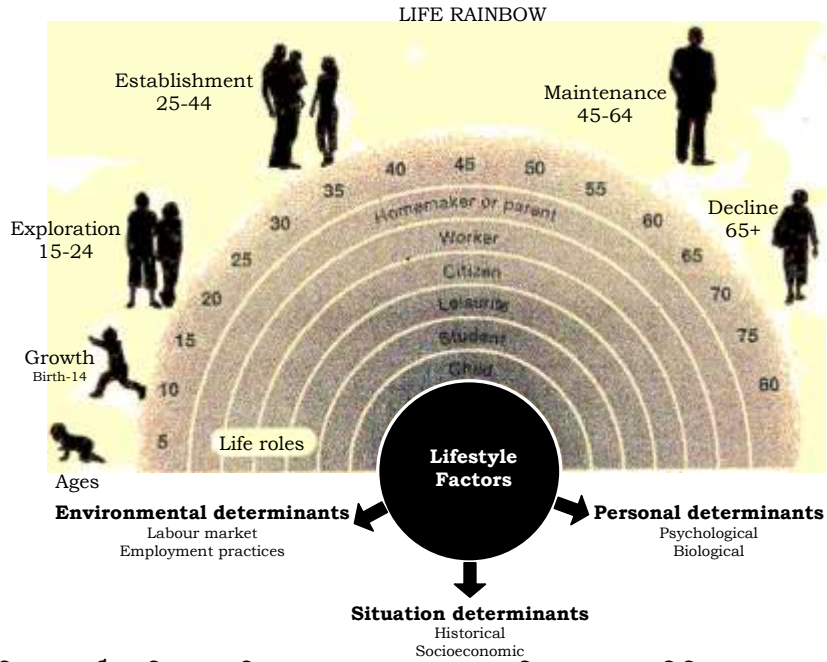
প্রশ্ন -৯▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাংলাদেশ সরকার ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে কর্ম ও জীবনমুখী শিবা বা ক্যারিয়ার শিবা নামের একটি পুস্তক যোগ করেছে। নিতু ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকেই এ বইটি পড়ে আসছে। এখন সে নবম শ্রেণির ছাত্রী। নিতু ঠিক করেছে সে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করবে। কারণ সে ভবিষ্যতে একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক হতে চায়। আর নিতু মনে করে তার মেধা বিজ্ঞান পড়ার জন্যই উপযুক্ত। তাই বাবা-মাকে বিজ্ঞান পড়া এবং চিকিৎসক হওয়ার গুরুত্ব বুঝিয়ে নিতু বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হওয়ার জন্য মনস্থির করে।

- ক. ডোনাল্ড সুপার ক্যারিয়ার মডেলটির ধাপগুলো কী অনুযায়ী ভাগ করেছেন? ১
- খ. ক্যারিয়ার মডেলটিকে রংধনু জীবন বলা যায় কেন? ২
- গ. ক্যারিয়ার শিবা নিতুকে কীভাবে সহায়তা করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. শুধু উদ্দীপকে ইজ্জিতকৃত প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করেই কি সরকার ক্যারিয়ার শিবা পুস্তকটি প্রণয়ন করেছে? ৪
- মতামতের পর্বে যুক্তি দাও।

▶ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶

- ক. ডোনাল্ড সুপার ক্যারিয়ার মডেলটির ধাপগুলোকে বয়স অনুযায়ী ভাগ করেছেন।
- খ. ডোনাল্ড সুপার ক্যারিয়ার রু পরেখার ধাপগুলোকে রংধনুর মতো ধাপে ধাপে সাজিয়েছেন তাই একে রংধনু জীবন বলা যায়। নিচের চিত্রটি এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে:



- গ. ক্যারিয়ার শিবা নিতুকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছে। ক্যারিয়ারের পথে বিভিন্ন সময়ে মানুষের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয়। যেমন- ভবিষ্যতে মানুষ কী হতে চায়, সে অনুযায়ী পড়াশোনা করা। এভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর ক্যারিয়ার শিবা সংক্রান্ত জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা এ সিদ্ধান্তটি সঠিকভাবে নিতে পারি। দেশের সমাজব্যবস্থা, চাকরির সুযোগ বহির্বিশ্বে চাকরির অবস্থান ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের বেত্রে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দীপকের নিতু ক্যারিয়ার শিবা পড়ার মাধ্যমে নিজের দবতা, চাকরির বাজার, বিজ্ঞান শিবার প্রয়োজনীয়তা সবকিছু উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই সে নিজেকে চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সে অনুযায়ী পড়াশোনা করে সে নিজেকে বিজ্ঞান শাখায় পড়ার উপযুক্ত করে তুলেছে। সে যদি ভালো পড়াশোনা না করত, তবে রেজাল্ট ভালো হতো না, আর বিজ্ঞান শাখায় পড়ার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারত না। ক্যারিয়ার শিবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এর সাথে বিভিন্ন সম্পর্কযুক্ত বিষয় চিন্তা-ভাবনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। আর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্যারিয়ার শিবা বিষয়টি আমাদের সাহায্য করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ক্যারিয়ার শিবা সম্পর্কে ধারণা রয়েছে বলেই নিতু বিশ্ব, সমাজ, পরিস্থিতি এবং নিজের দবতা বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে।

ঘ. শুধু উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণজনিত প্রয়োজনীয়তাই নয়, মানুষের সুন্দর ও সফল ক্যারিয়ার গঠনে প্রাসঙ্গিক আরও নানা প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে সরকার ক্যারিয়ার শিবা পুস্তকটি প্রণয়ন করেছে।

প্রত্যেক মানুষ চায় একটি সুন্দর, সফল এবং নিশ্চিত ক্যারিয়ার। তাই এটি সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার মানুষের দবতা ও সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে নানামুখী প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এ পুস্তকটি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যার একটি প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা উদ্দীপক থেকে ধারণা লাভ করি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ক্যারিয়ার শিবা বিষয়টি নিতুকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেছে। এছাড়াও এটি শিবাখীদের শেখার প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। এটি অনুধাবন শিখনের অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণাকে উজ্জীবিত করে। ফলে শিবাখীরা তাদের ভবিষ্যৎ লব্যা, পেশা, পছন্দ, জীবনযাপনের ধরনের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় দবতাগুলো বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজ হতে শেখে ও শেখার অনুপ্রেরণা পায়। তাছাড়া এটি মানুষকে তুলনামূলক পছন্দের কাজ বেছে নিতে ও সফল হতে সাহায্য করে। কাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনেও এটি সাহায্য করে। পরিবর্তনশীল কাজের ধরন সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গঠন করতে ক্যারিয়ার শিবির জ্ঞান অপরিহার্য। উচ্চতর শিবা অর্জন অর্জন, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রস্তুতি, কর্মক্ষেত্রে দবতা ও সাফল্য অর্জনের কৌশল রপ্ত করা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মক্ষেত্রে মানুষের প্রতি সহনশীল, সহমর্মী ও সংবেদনশীল হতে শিবা দেয় ক্যারিয়ার শিবা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ক্যারিয়ার শিবা একজন মানুষকে ক্যারিয়ার সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরব করে দবতা ও যোগ্যতা অর্জন, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ এবং নিজের অবস্থান দৃঢ় করার সব ধরনের শিবা প্রদান করে। এসব গুরুত্ব বিবেচনা করেই সরকার এ বিষয়টি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

প্রশ্ন -১০৮ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সাবিহা একজন সমাজকর্মী। সমাজের সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সমস্যা সমাধান করাই তার কাজ। এ কাজ করতে গিয়ে তাকে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে কাজ করতে হচ্ছে। বসতি, রেলস্টেশন থেকে শুরব করে সমাজের উচ্চতলার মানুষের সাথে যেমন তার যোগাযোগ রয়েছে তেমনই সব ধর্মের লোকের মুখে তার নামটির প্রচলন রয়েছে। সে সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা জেনে, প্রয়োজনীয় বিষয় নোট করে সে অনুযায়ী সমাধান করার চেষ্টা করে।

- | | |
|---|---|
| ক. কিসের ভিত্তিতে ক্যারিয়ার নির্ধারণ করা হয়? | ১ |
| খ. ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় নমনীয়তা থাকা প্রয়োজন কেন? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে সাবিহার কোন যোগ্যতাগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. তুমি কি মনে কর কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্য এই গুণগুলো থাকাই যথেষ্ট? মতামতের পবে যুক্তি দাও। | ৪ |

১০৯ং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে বিষয়গুলো শিখতে ভালো লাগে বা যে বিষয়টিতে একজন বেশি পারদর্শী হয়, তার ভিত্তিতে ক্যারিয়ার নির্ধারণ হয়।

খ. বয়স বৃদ্ধি কিংবা সামাজিক পরিবেশের কারণে অনেক সময় মানুষের আগ্রহের বিষয় বা চাহিদার পরিবর্তন হতে পারে। এ কারণে ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় নমনীয়তা থাকা প্রয়োজন।

মানুষের ইচ্ছা, আগ্রহ ইত্যাদির পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক। যদি ইচ্ছা, আগ্রহের পরিবর্তন হয়, তবে সে অনুযায়ী ক্যারিয়ার পরিকল্পনাও পরিবর্তিত হতে পারে। তাই কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিকল্পনা করলে, অনেক সময় ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। পরিবর্তনকে মাথায় রেখে সবসময় পরিকল্পনা করা উচিত। এ কারণে পরিকল্পনায় নমনীয়তা থাকলে তা পরিবর্তন করা সহজ হয়।

গ. উদ্দীপকে সাবিহার ক্ষেত্রে যোগাযোগের দবতা, সমস্যা সমাধান করার এবং দলে কাজ করার যোগ্যতাগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যোগাযোগ, সমস্যা সমাধান এবং দলে কাজ করার মানসিকতা কর্মক্ষেত্রে একজন মানুষের সাফল্য অর্জনের অন্যতম তিনটি যোগ্যতা। সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকলে অনেক সময় নিজেকে মানিয়ে নিতে কষ্ট হয়। আবার দলের সাথে ঐকমত্যে চলা, বলার দবতা একজন ব্যক্তির জন্য কাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আবার সমস্যার সমাধান ও সাফল্য লাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ বলতে স্পষ্টভাবে শোনা, বোঝা বা লেখাকে বোঝায়। অন্যকে প্রভাবিত করা, মধ্যস্থতা করা, ফলপ্রসূভাবে সহনশীলতা প্রকাশ করা, যার জন্য কিছু করতে যাচ্ছি তার চাহিদা বুঝতে পারা ইত্যাদি হলো যোগাযোগের লবণ। অর্থাৎ মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বমতা, তথ্য আদান-প্রদান ও উপস্থাপন করার যোগ্যতা প্রভৃতি যোগাযোগের অন্তর্ভুক্ত। সাবিহা একজন সমাজকর্মী। সে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সমস্যা জেনে সে অনুযায়ী কল্পিত ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানের চেষ্টা করে।

আবার দলে কাজ করার অর্থ হলো বয়স, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার সাথে কাজ করা। দলের লব্যকে সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরা, ঐকমত্যে কাজ করা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজনমতো নেতৃত্ব দেওয়া, অন্যদের পরামর্শ দেওয়া, অনুপ্রেরণা জানানো দলে কাজ করার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপকে বর্ণিত সাবিসহার মধ্যেও উল্লিখিত দিকগুলো লবণীয়। একজন সমাজকর্মী হিসেবে সেও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ কাজ করতে গিয়ে তাকে বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন মানুষের সাথে উপযোজন করে চলতে হচ্ছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, সাবিসহার কাজের মধ্যে যোগাযোগ সমস্যা সমাধান করা এবং দলে কাজ করার দবতা দুটিই প্রকাশ পেয়েছে।

- ঘ. কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করার জন্য শুধু উদ্দীপকে ইজিতকৃত গুণগুলো থাকাই যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি। মানুষের ইচ্ছা ও আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দবতা ও যোগ্যতা মানুষকে কর্মক্ষেত্রে সফল করে তোলে। এক্ষেত্রে কারও মধ্যে এ ধরনের গুণাবলি না থাকলে তা অর্জন করার প্রচেষ্টা চালাতে হয়। কেউ ক্যারিয়ার গঠনে সফলতা পেতে চাইলে অবশ্যই কিছু সাধারণ গুণাবলি থাকা আবশ্যিক— যার দুটি দবতা আমরা উদ্দীপকের সাবিসহার ক্ষেত্রে লব করি।

উদ্দীপকে ইজিতকৃত যোগাযোগ সমস্যা সমাধান এবং দলে কাজ করার দবতা ছাড়াও একজন ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য মূল্যবোধ থাকা অতীব জরুরি। মূল্যবোধ ছাড়া কেউই সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এ মূল্যবোধগুলো ব্যক্তিগত, পেশাগত বা প্রতিষ্ঠানিক হতে পারে। যেমন— কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে গিয়ে জয়াকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। এখন ঐ প্রতিষ্ঠানে জয়া কাজ করবে কি করবে না এটি তার ব্যক্তিগত মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করে। অন্যদের গুরুত্ব দেওয়া, আত্মনিয়ন্ত্রণ করা এগুলোই হচ্ছে মূল্যবোধ। বিশ্বাসযোগ্যতা সততা, নিষ্ঠা, নির্ভরযোগ্যতা, আনুগত্য প্রভৃতি হলো মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত। কোনো ব্যক্তির মধ্যে এ গুণগুলো না থাকলে সে কখনো সফল হতে পারবে না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য যোগাযোগ, দলে কাজ করা বা বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা সমাধান ছাড়াও মূল্যবোধের চর্চা করা অপরিহার্য একটি বিষয়।

মাস্টার ট্রেনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন-১১ নিরুপমা একটি প্রতিষ্ঠিত এনজিও'র নির্বাহী পরিচালক। ছোটবেলা থেকে তার ইচ্ছা ছিল নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে সে তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারছে। তবে এ পথে এগিয়ে আসতে তাকে অনেকটা সময় দিতে আর পরিশ্রম করতে হয়েছে। স্কুল পড়াকালীন সে একটি বাগানে ফুল তোলার কাজ করত। তখন তার সাথে পরিচয় হয় কিছু নারী শ্রমিকের। তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে নিরুপমা তার স্বপ্ন পূরণের প্রচেষ্টা চালায়। পড়াশোনা শেষ করে নিরুপমা বেশ কয়েকটি এনজিওতে কাজ করেছে। বর্তমানে সে তার স্বপ্ন পূরণের পথে এসে পৌঁছেছে।

- ক. চাকরি কী? ১
- খ. পেশা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. নিরুপমার জীবনী থেকে কোনগুলোকে তুমি কাজ হিসেবে চিহ্নিত করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. কর্মক্ষেত্রে স্বপ্নের পথে ধাপে ধাপে নিরুপমার এগিয়ে যাওয়াকে ক্যারিয়ার বলা হয়— তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন-১২ জনাব রিজভী রহমান ছোট বয়সে একজন ভালো ডাক্তার হতে চেয়েছেন। এ কারণে তিনি বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করেন। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে তিনি সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করে বিদেশে গিয়ে এফসিপিএস কোর্স সম্পন্ন করেন। বর্তমানে দেশে এসে তিনি একটি সরকারি হাসপাতালে প্রধান সিভিল সার্জন হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন।

- ক. একটি ভবনের নকশা করতে কোন বিষয়ে শিবা ও প্রশিষণ নিতে হয়? ১
- খ. মানুষের জীবনে ক্যারিয়ার গঠন জরুরি কেন? ২
- গ. জনাব রিজভীর কাজটিকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জনাব রিজভী একজন চাকরিজীবী— তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন-১৩ শান্তনু মুখার্জি বাংলায় এমএ পাস করে একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করেছে। তবে এ কাজ করতে তার মোটেই ভালো লাগছে না। কাজে প্রতিদিন কিছু না কিছু ভুল হওয়ার কারণে তাকে প্রতিনিয়ত কথা শুনতে হচ্ছে। সে লেখালেখি করতে পছন্দ করলেও মামার আবদার রবার্থে আর বাবা-মা'র চাপে তাকে কোম্পানির কাজ করতে হচ্ছে।

- ক. কোনটির ক্ষেত্রে শিবা ও প্রশিষণ অত্যাৱশ্যক? ১

- খ. জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট অংশই হলো ক্যারিয়ার— ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. শান্তনু মুখার্জির ক্যারিয়ার গঠনে সর্বপ্রথম কোনটির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সুনির্দিষ্ট লব্ধি বা উদ্দেশ্য না থাকার কারণেই শান্তনু মুখার্জির ক্যারিয়ার বতিগ্রস্ত হচ্ছে— তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? মতের পর্বে যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন -১৪ মিশু মহিউদ্দিন ছোটবেলা থেকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে পড়াশোনা শুরব করলেও উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর সে অন্যদিকে ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন দেখে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উন্নয়ন বিজ্ঞানে অনার্স-মাস্টার্স সম্পন্ন করে বর্তমানে সে একজন উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ হিসেবে একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। তবে এর মধ্যে সে বেশ কিছু কলেজে অধ্যাপনাসহ এনজিওতেও কাজ করেছে।

- ক. ক্যারিয়ারের মডেল দাঁড় করিয়েছেন কে? ১
- খ. দর্শনাত্মিক বিকাশ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে আমরা ক্যারিয়ারের কোন ধরনের বিকাশ লব করি? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘মিশু মহিউদ্দিন নিজেকে জেনেছে বলেই ক্যারিয়ার গঠনে সফল হয়েছে’—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন -১৫ নয়না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ কোর্স সম্পন্ন করে একটি বেসরকারি ব্যাংকের ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করেছে। নয়না আগে থেকেই এ ধরনের লব্ধি নির্ধারণ করেছিল। তাই তার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল লব্ধি পৌছানোর সাথে সম্পর্কযুক্ত। লব্ধি পৌছে নয়না এখন এ বিষয়ে ভালো কিছু করার পরিকল্পনা করছে। সহকর্মীদের প্রতি উদারতা, সহর্মিতা তাকে প্রতিষ্ঠানে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।

- ক. ক্যারিয়ারের রূপ রেখা কী? ১
- খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. কোন বিষয়টির জ্ঞান নয়নাকে লব্ধি পৌছাতে সাহায্য করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি এ বিষয়টির গুরুত্বকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে কি? মতের পর্বে যুক্তি দাও। ৪